দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... JAN 30 2000
পৃষ্ঠা 12 কলাম 7

53

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর নতুন বাংলা সিলেবাসের নানা বিভ্রান্তি

শিক্ষাঙ্গন

অধ্যাপক অধীর চন্দ্র সরকার

আগামী এপ্রিল প্রান্তিকেই সম্ভবত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নতুন সিলেবাসের প্রথম পরীক্ষা। ইতোমধ্যে দেশের সকল কলেজে অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে নির্বাচনী পরীক্ষা শেষ হয়ে ফরম পূরণের প্রস্তুতি চলছে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর প্রথম বর্ষের সমাপনী পরীক্ষা এবং নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে গিয়ে ইতোমধ্যে আমরা শিক্ষকরা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত '২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী (প্রশ্নের ধারা ও মান বন্টনসহ)' গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা (আবশ্যিক) ১ম ও ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মান বন্টনের যে নীতিমালা পেয়েছি– তাতে নানা অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতা লক্ষ্য করেছি। আমার আগেও অনেক বিদ্বজ্জন, বিদগ্ধ শিক্ষকবৃন্দ পত্র-পত্রিকায় নানা নিবন্ধ-প্রবন্ধ লিখে, যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর দরখাস্ত পেশ করে বিষয়টির আশু সমাধান কামনা করেছেন। তবে তাতে কোন কাজ হয়েছে– এমন সংবাদ এখন পর্যন্ত পাইনি। তারপরও এ দেশের একজন অতি সাধারণ মানুষ হিসেবে বিশেষত কতিপয় ছাত্রের একজন নগণ্য শিক্ষক হিসেবে আত্মজ নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে বিষয়টির পুনঃঅবতারণা করছি। বিনয়ের সাথে উত্থাপিত সমাধানগুলো কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখে বাধিত করবেন আশা করি।

১। বাংলা (আবশ্যিক) প্রথম পত্রের গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ (কবিতাংশ) থেকে দু'টি করে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন লিখতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রশ্ন দুটো 'ভাষাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন' নাকি বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন হবে? এ ব্যাপারে সিলেবাসের মানবন্টন ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালায় দেখা গেছে বিভ্রান্তি। মানবন্টন অংশে উল্লেখ আছে 'ভাষাভিত্তিক দু'টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (২x৫=১০)। কিন্তু প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালা অংশে শুধু 'সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন' উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কেই বিভ্রান্তিতে ভুগতে হচ্ছে।

সমাধানের ভাবনা ঃ বহুদিন ধরে প্রায় একই ধরনের সিলেবাস উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে চালু থাকার দরুন যে গতানুগতিক ও [illegible] বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা [illegible] নিরসনের জন্য নতুন সিলেবাস প্রণয়ন নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী ও যৌক্তিক পদক্ষেপ। তাছাড়া নতুন সিলেবাস প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা ভুল-ভ্রান্তি বা অস্পষ্টতাও অস্বাভাবিক নয়। তবে তা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কালক্ষেপণ শুধু দুর্ভাগ্যজনকই নয়, শিক্ষার্থীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিরও কারণ। সুতরাং আর তিলার্ধকালও বিলম্বের অবকাশ না খুঁজে বিষয়গুলোর সমাধান আবশ্যক।

নতুন সিলেবাস প্রণয়নের যৌক্তিকতা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। তবুও আমার মনে হয় প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষত বাংলা ভাষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে উক্ত ভাষার প্রশ্নপত্রের ঐতিহ্যের দিকটাও বিবেচনায় আনা উচিত। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা প্রশ্নপত্রে সব সময়ই বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর-এর প্রচলন ছিল। সুতরাং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা (আবশ্যিক) ১ম পত্রের গদ্যাংশ ও কবিতাংশে ভাষাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর-এর পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর থাকতে পারে। ভাষাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত দুটো প্রশ্নের মধ্যে একটির (৫x১=৫) উত্তর এবং বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত দুটো প্রশ্নের মধ্যে একটির (৫x১=৫) উত্তর প্রশ্নপত্রের নীতিমালায় প্রণীত হতে পারে। বাংলা (আবশ্যিক) ১ম পত্রের প্রশ্নপত্রে 'ভাষারীতির রূপান্তর' বিষয়ে একটি প্রশ্ন (৫x১=৫) লিখতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালায় বলা হয়েছে– 'ভাষারীতির রূপান্তর'-এ বিকল্প প্রশ্ন দেয়া থাকবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'ভাষারীতির রূপান্তর' অংশে প্রশ্নের ধরনটি কেমন হবে? গতানুগতিক প্রশ্নের (যেমন– ভাষারীতির রূপান্তরের নিয়মগুলো লেখ। অথবা সাধু ভাষা বা চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।) লিখতে হবে; নাকি সাধু ভাষার দেয়া কোন পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ চলিত ভাষায় কিংবা চলিত ভাষার দেয়া কোন পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ সাধু ভাষায় রূপান্তর করতে হবে। দ্বিতীয়ত ঃ প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে শুধু পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীতে উল্লিখিত প্রশ্নের আলোকে, নাকি অনুশীলনীবহির্ভূত হতে পারবে?

সমাধানের ভাবনা ঃ নতুন সিলেবাস প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেহেতু বলা হয়েছে– দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠান, পরীক্ষার্থীর মুখস্থ, গাইডভিত্তিক উত্তরদানের প্রবণতা রোধ করে পরীক্ষার্থীর নিজস্ব মেধা ও অভিজ্ঞতার বিকাশ ঘটানো। সেহেতু, আমি মনে করি এ বিষয়ে প্রশ্নপত্র শুধু পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীর মধ্যে সীমিত না রেখে ভাষারীতির ওপর যে কোন ধরনের প্রশ্ন পাঠ্যপুস্তকবহির্ভূত হলেও সন্নিবেশিত হতে পারে। এতে পরীক্ষার্থীর গাইডের ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে।

৩। প্রথম পত্রের সিলেবাসে 'প্রবাদ-প্রবচন' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীর প্রবাদ ও প্রবচন অংশে সবই বাগধারা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের উপায়ই বা কী হতে পারে?

সমাধানের ভাবনা ঃ মানবন্টন অংশে 'প্রবাদ-প্রবচন' অংশটি 'বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন' শীর্ষক নামকরণ করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী সমাধানের ভাবনাকে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এনে পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনবহির্ভূতও কোন এক বা একাধিক সহায়ক গ্রন্থের (শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে) বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন অংশ থেকে প্রশ্নপত্র প্রণীত হতে পারে।

৪। নতুন সিলেবাসের ১ম পত্রে উপন্যাস ও ২য় পত্রে নাটক (রচনামূলক প্রশ্ন একটি (১০x১=১০), সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দু'টি (৫x২=১০) পাঠ্য করা হয়েছে। কিন্তু উপন্যাস বা নাটকের নাম উল্লিখিত হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এ ব্যাপারে কোন কিছু অবহিত হতে না পারলেও কতিপয় প্রকাশনী সংস্থার মাধ্যমে জানতে পেরেছি উপন্যাস হিসেবে ঃ ১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', ২. অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', শওকত ওসমানের 'জননী'– এ তিনটির মধ্যে যে কোন একটি এবং নাটক হিসেবে (২য় পত্রের জন্য) ঃ ১. মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', ২. মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর', ৩. আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র'– এ তিনটির মধ্যে যে কোন একটি পরীক্ষার্থীরা ঐচ্ছিক বিষয়ের মত নিতে পারবে। সিলেবাস কর্তৃপক্ষের উপন্যাস ও নাটক পাঠ্যকরণের ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্ত সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

সমাধানের ভাবনা ঃ আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষার পরিবেশ মোটামুটি আমরা সবাই জানি। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এক ধরনের সমস্যা, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আবার অন্য ধরনের সমস্যা। তবে সমস্যা নেই এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কতিপয় ক্যাডেট কলেজ ছাড়া হয়ত খুঁজে পাওয়া কঠিনই হবে। প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণস্বরূপ টাঙ্গাইল জেলার থানা সদরের বেসরকারী ডিগ্রী কলেজগুলোর কথা বলা যেতে পারে। যেখানে প্রতিটি থানা সদরের বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেণীতে গড়ে ৪০০ থেকে ১২০০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়ে থাকে। আর প্রায় প্রতিটি কলেজেই বাংলা বিষয়ের শিক্ষকদের সংখ্যা ২ থেকে ৩ জন (জনবল কাঠামোওয়ালাদের এমনি দাপট)। এরপর আসা যাক সরকারী কলেজগুলোর সমস্যা সম্পর্কে। সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই, তার ওপর রয়েছে সরাসরি পিএসসি কর্তৃক নিয়োগকৃত শিক্ষক এবং আত্মীয়করণকৃত শিক্ষক। কেউ [illegible] বলেছেন, কলেজ আমরা বানিয়েছি; আবার কেউ বা বলছেন আমরা সরকারের খাস লোক, সরকারই আমাদের পাঠিয়েছেন। এই যখন বাস্তবতা– সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ১২০০ ছাত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সেকশনগুলো ২ জন শিক্ষকের পক্ষে চালিয়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে তিনটি উপন্যাস ও তিনটি নাটক পড়ানো কতটুকু সম্ভব– কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি? বিষয়টি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞজনেরা বোঝেন না– এমন ভাবার কোন প্রকার অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। তবুও বলতে হয়– যদি কোন দুর্ভাগ্যজনক কারণে এমনটি হয়ে থাকে, তা দ্রুত সমাধান করা উচিত। সে সম্পর্কে অধ্যাপক নাছিম উদ্দিন মালিথার পরামর্শটি (১টি উপন্যাস– তিতাস একটি নদীর নাম) এবং আমার মতে একটি নাটক– রক্তাক্ত প্রান্তর ২০০২ সালের পরীক্ষার্থীর জন্য নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে।

৫। বাংলা (আবশ্যিক) ২য় পত্রের ব্যাকরণ অংশে 'শব্দ গঠন' নামে একটি বিষয় পাঠ্য করা হয়েছে। কিন্তু শব্দ গঠনের প্রশ্নপত্রের ধরন উল্লিখিত হয়নি, ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

সমাধানের ভাবনা ঃ আমরা জানি সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, উপসর্গ, পদ-পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। তাই পূর্ববর্তী সিলেবাসের তুলনায় এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সংযোজন নতুন সিলেবাসে সত্যিই একটি ইতিবাচক দিক। সেক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রের ধরনটি আমার মতে নিম্নরূপ হতে পারে। যেমন ঃ ১০/১২টি বিভিন্ন ধরনের শব্দের মধ্যে যে কোন ৬টি শব্দের গঠন প্রক্রিয়া উল্লেখকরণ কিংবা 'শব্দ গঠন' অধ্যায় থেকে সাধারণ প্রশ্নও সন্নিবেশিত হতে পারে। নমুনাস্বরূপ দেখানো যেতে পারে– বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়– সন্ধি গঠিত শব্দ/দশ আনন যার=দশানন– সমাস গঠিত শব্দ ইত্যাদি।

৬। ২য় পত্রের ব্যাকরণ অংশে বিকল্প শব্দ এবং সমার্থক ও প্রতিশব্দ নামে দু'টি ভিন্ন অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট করে কিছু বলা আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

৭। বানানরীতি ও উচ্চারণ পাঠ্য করা হয়েছে। এটি খুবই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বানানরীতির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় ভাষা (বাংলা) ও পাঠ্যসূচীর মত বাংলা একাডেমীর প্রণীত বানানরীতির কথা নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

৮। পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগবিধি নামে অন্য আরেকটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে নতুন সিলেবাসে। পারিভাষিক শব্দের বিধি সংক্রান্ত প্রশ্নপত্রের নমুনা উল্লেখ করে এ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর করা উচিত বলে আমি মনে করি।

আর মাত্র তিন মাসের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নতুন সিলেবাসে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেখানে উল্লিখিত সমস্যাগুলোর সমাধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক মাত্রেরই একান্ত কামনা। সুতরাং বিষয়টি অতীব জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ দয়া করে উদ্যোগ নিয়ে অনতিবিলম্বে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রকাশ করে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে আমাদের শঙ্কামুক্ত করবেন কি?

লেখক ঃ অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ মির্জাপুর কলেজ, টাঙ্গাইল।